প্রেস রিলিজ

ঢাকা, ৩১ আগষ্ট ২০২০। নাগরিক সামাজের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেরশ হেল্থ ওয়াচ (বিএইচডাব্লিউ) কোভিড মহামারি শুরুর প্রথম থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় চলমান কোভিড-১৯ মহামারি মোকবেলায় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের জন সম্পৃক্ততা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিয়ময়ের লক্ষ্যে আজ ৩১ আগস্ট '২০ একটি ওয়েবিনার সভা আয়োজন করে। উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর পক্ষে বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, ব্র্যাক-এর পক্ষে এসোসিয়েট ডিরেক্টর ডা. মোরশেদা চৌধুরী এবং সাজেদা ফাউন্ডেশন- এর পক্ষে সিনিয়র ডিরেক্টর মো. ফজলুল হক। ওয়েবিনারটি পরিচালনা করেন বাংলাদেরশ হেল্থ ওয়াচ-এর কনভেনর ড. মোশতাক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন সংস্থার নেতৃবৃন্দ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, করোনা বিষয়ক উপেদষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিএইচডাব্লিউ 'র সদস্যবৃন্দ।

ওয়েবিনারে বক্তারা মহামারি প্রতিরোধে সরকার, জন প্রতিনিধি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। মহামারি মোকাবেলায় জনসম্পৃক্তার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে সরকার কে এই বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার জন্য এবং জনসম্পৃক্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই বিষয়ে দক্ষ এনজিওদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্যও সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। এছাড়াও এনজিওদের করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্য বিধি প্রচারে আরও কার্যকর উদ্যেগ নেওয়ার জন্য এবং মিডিয়া কর্মীদের করোনা প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততার বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে খবর প্রচারের জন্য আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন বিভিন্ন দাতা সংস্থাও মহামারী প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ত কার্যক্রমে আরও দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করবেন।

করোনা ভাইরাস-সহনশীল গ্রাম: সফলতা ও চ্যালেঞ্জ – দি হাঙ্গার প্রজেস্ট

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহান শহরের কোভিড-১৯ এর প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে। সাধারণের কাছে করোনাভাইরাস নামে পরিচিতি লাভ করা এই ভাইরাস পরবর্তীতে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। বাংলাদেশেও প্রথম দিকে বিদেশ ফেরতদের যথাযথ কোয়ারাইন্টিন ব্যবস্থা ও কিছু হটস্পটে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কমিউিনিট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 'পজিটিভিটি রেট' বা আক্রাতের হার বেশী হওয়ার কারণে সারা দেশের মানুষ এখন এই ভাইরাসের ঝুঁকিতে আছে। এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো স্বীকৃত চিকিৎসা নেই। একটি কার্যকর ভ্যাকসিন কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে, সেটিও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। তাই আমাদেরকে অনেক দিন এই ভাইরাসের সঙ্গে বসবাস করতে হবে – করোনা-ভাইরাস সহনশীল হতে হবে – বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে দেশের মানুষকে এই ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মার্চের শেষ দিক থেকে দেশ জুড়ে 'করোনাভাইরাস-সহনশীল গ্রাম' গড়ে তোলার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এটি বিকেন্দ্রীভূত এবং স্বেচ্ছাব্রতীদের নেতৃত্বে কমিউনিটি চালিত একটি উদ্যোগ। এই উদ্যোগ চারটি ধাপে কাজ করছে - প্রথমত, মানুষের মধ্যে নিজেরা উদ্যোগী হওয়ার বোধ জাগ্রত করা; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা; তৃতীয়তঃ আক্রান্ত বা লক্ষণ দৃশ্যমান ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সহায়তা করা; এবং চতুর্থত, করোনাভাইরাসের ফলে বিপন্ন মানুষের তালিকা তৈরি ও তাদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা।

সফলতা

BANGLADESH HEALTH WATCH · THE HUNGER PROJECT BANGLADESH · brac · SAJIDA FOUNDATION

স্বেচ্ছাব্রতীদের নেতৃত্বে এবং পুরো সমাজের সম্পৃক্ততায় পরিচালিত এ কার্যক্রম ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বার শতাধিক গ্রামে এ কার্যক্রম জোরালোভাবে এবং আরও তিন শতাধিক গ্রামে এ কাজ শুরু হয়েছে - প্রায় দেড় হাজার গ্রামে উদ্যোগটি পরিচালিত হচ্ছে। এ উদ্যোগের সঙ্গে কয়েক সহস্র স্বেচ্ছাব্রতী জড়িত। তারা এ পর্যন্ত অনেক উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছেন। যেমন তারা প্রায় ৩০ লাখ ব্যক্তিকে সচেতন করেছেন। করোনাভাইরাস নিয়ে ভুল ও অপতথ্য প্রতিহত করতে ইমাম ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সহায়তায় তারা প্রায় পাঁচ হাজার প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছেন। ফলে অন্যান্য গ্রামের তুলনায় করোনা-সহনশীল গ্রামে সংক্রামণ ও মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম। এ পর্যন্ত তারা প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যমানের অর্থ, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে প্রায় এক লাখ পরিবারকে সহায়তা করেছেন। তারা ৩৬ হাজার ব্যক্তিকে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আসতে সহায়তা করেছেন। প্রায় পৌনে ৪শ' স্বেচ্ছাব্রতী কৃষকদের ৪২ একর জমির ধান কেটে দিয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ

১। কর্তৃপক্ষের অতিকথন ও বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য – যেমন, ভাইরাস বিতাড়িত হবার পথে - মানুষকে ভাইরাসের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। মানুষ বেপরোয়া হয়ে পড়েছে।

২। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো উপেক্ষিত থাকায় এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় তারা যথেষ্ট সামর্থ্য অর্জন করতে পারেনি। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৩। ভাইরাসটি অতি সংক্রামিত হওয়ায়, আক্রান্তদের মধ্যে লক্ষন না থাকায় এবং পর্যাপ্ত পরীক্ষার অভাবে ও পরীক্ষার ফল দ্রুত না পাওয়ার কারণে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ভাইরাসটি ছড়াচ্ছে।

৪। ভাইরাসটি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব, অপতথ্য ও ধর্মের অপব্যাখ্যা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছ এবং এটির মোকাবিলা করা দূরুহ হয়ে যাচ্ছে।

৫। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার করণে স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা দুসাধ্য হয়ে পড়েছে।

কাভিড-১৯ রেসপন্সঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জসংখ্যা কর্মসূচি, ব্র্যাক

কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস)- এর সংক্রমণ এবং এর বিস্তার রোধে এবং সংক্রমিতদের চিকিৎসায় বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যৌথ নেতৃত্বে নতুন আরেকটি কর্মসূচি – 'কমিটিউটি সাপোর্ট টিম' (সিএসটি) শুরু হয়েছে।

ব্র্যাকের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপি), ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লিউ এফ পি) ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই উদ্যোগে যুক্ত আছে। তথ্য-প্রযুক্তি অংশীদার হিসেবে থাকছে এটুআই এবং আইসিডিডিআর,বি।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমনের মাত্রা কমিয়ে আনা, যাতে করে হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিপায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমে আসে। প্রধানত দুটি কৌশলে এ কাজটি করা হয়। জনসাধারণকে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং সংক্রমিত ব্যক্তি এবং পরিবারগুলোকে শনাক্ত করে তাদের বাসায় থাকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী দল শহরের প্রতিটি বাড়ি ও পাড়া-মহল্লায় প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি, লক্ষণভিত্তিক রোগসনাক্তকরণ এবং আক্রান্তদের যথোপযুক্ত সেবা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার পর কমিউনিটি সাপোর্ট টিম কভিড-১৯ রোগের গাইডলাইন অনুযায়ী বাড়ীতে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন এবং সার্বক্ষণিক তদারক করেন। সনাক্ত হওয়া রোগিদের ‘ভেরিফাইড ভাইরাস ফাইটার’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য বাসায় পুরোপুরি আইসোলেশনে থাকার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা এবং তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন আয়র পরিবারদের ঔষধ ও খাবার সামগ্রী দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সহায়তা করছে এই কমিউনিটি সাপোর্ট টিম। আক্রান্তদের লক্ষণ বিবেচনায় এনে তাদের সার্বক্ষণিক টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে যুক্ত রাখা হয় এবং প্রয়োজনবোধে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২০২০ সালেরেএপ্রিল মাসে এই সিএসটি উদ্যোগটির পরীামূলক বাস্তবায়নের পর জুন মাস থেক প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর সবকটি ওয়ার্ডে (৫৪)। প্রকল্পের অর্থায়ন এসেছে বিশ্ব ব্যাংক, ইউএসএইড ও ডব্লিউএফপি থেকে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরাসির জড়িত আছে ইউএনএফিপএ, এফএও ও ব্র্যাক।

এই পর্যন্ত ৪৮৪ জন স্বেচ্ছাসেবক এফএও-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭৬ জন নারী এবং ২০৮ জন পুরুষ। মোট ১৮৫টি সিএসটি বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন- এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ করছে। পর্যায়ক্রমে সিএসটি সংখ্যা ৪৮২ (৯৬৪ সদস্য) তে উন্নীত হবে। সিএসটি-এর সদস্য হিসেবে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছেন সরকারী ও বিভিন্ন এনিজও সংগঠনের সদস্যগণ।

ঝুঁকি সংক্রান্ত যোগোযোগ ও কমিউনিটির মানুষদের সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্র এই উদ্যোগে সহায়তা করছে ইউনিসেফ। পোস্টার, লিফলেট, ষ্টিকার এবং স্থানীয় এলাকা ও মসজিদে মাইকিং- এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সবকটি ওয়ার্ডে মাইকিং চলছে। উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য সামাজিক গণমাধ্যমে এলাকা-ভিত্তিক ক্যাম্পেইন শুরু করা হবে যা আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকা ও প্রয়োজনে সাহয্য চাওয়ার বিষয়ে জোর দেবে। এই যাবত সিএসটি সদস্যরা মোট ২৮৭,০৮০ টি বাড়ি পরিদর্শন করেছেন, ২১,৫৬৫ সম্ভাব্য ভাইরাস ফাইটার কে পরীক্ষা করেছেন, যার মধ্যে ৬, ০৮৩ জনকে ‘ভেরিফাইড ভাইরাস ফাইটার’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং চিকিৎসা, খাদ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দেয়া হয়।

এছাড়া সিডিসি – বাংলাদেশ, ইউএস এমব্যাসির মাধ্যমে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক গাজিপুর শহরে একটি পরীক্ষামূলক পরিচালনা করছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে করে মাস্কের ব্যবহার, হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার মত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবনতা তৈরী হয়। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবীগণ বিভিন্ন জনসমাগম পূর্ণ এলাকায় (মসজিদ, বাস-স্ট্যান্ড, কাঁচা-বাজার, মার্কেট, স্যালুন ও গারমেন্ট ফ্যাক্টরি) মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সঠিক নিয়ম ও এর উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন।

গাজীপুরের গ্রামঞ্চলে ব্র্যাক নিজস্ব অর্থায়নে সেপ্টেম্বর এর শুরুতে আরেকটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করেছে এই কভিড-১৯ মোকাবেলা করার লক্ষ্য নিয়ে। গাজীপুরের দুটি উপজেলায় ‘কমিউনিটি সাপোর্ট টিম’ গঠনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী কমিউনিটি নেটওয়ার্ক তৈরী করা হবে। প্রতিটি গ্রামে এক একটি ‘কমিউনিটি করোনা প্রতিরোধ কমিটি’ গঠিত হয়েছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে সিএসটির মাধ্যমে লক্ষণভিত্তিক রোগসনাক্তকরণ এবং আক্রান্তদের যথোপযুক্ত সেবা প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবীগণের মাধ্যমে জনসমাগম পূর্ণ

এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ । আক্রান্ত ব্যক্তির অর্থ, খাদ্য, ঔষধ, বা অন্য কোন ধরনের সহায়তা লাগলে ‘কমিউনিটি করোনা প্রতিরোধ কমিটি’র মাধ্যমে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে তার ব্যবস্থা করা হবে।

সংক্রমণের শুরুর দিকে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল জনগণকে সম্পৃক্ত করে, মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধ। কাজগুলো বাস্তবায়নের সময় তৈরী হয়ে যায় কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলার এক বিশ্বমানের নির্দেশনা- এই নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে কমিনিটি পর্যায়ে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলেছেন আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ। এখন পর্যন্ত দেশের প্রায় সাড়ে ৮ কোটির কাছাকাছি মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা নিয়ে পৌঁছেছেন আমাদের নিবেদিতপ্রাণ ৫০,০০০ কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক।

সাজেদা ফাউন্ডেশন-এর অভিজ্ঞতা

সাজেদা ফাউন্ডেশন চলমান কোভিড-১৯ মহামারিতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে যুক্ত করে সফলভাবে ২৬ টি জেলায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হলে সাজেদা ফাউন্ডেশন দ্রততার সাথে এ দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় শুরু থেকেই কমিউনিটি এনগেজমেন্ট বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যুক্ততার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করে সমগ্র পরিকল্পনায় গণ সম্পৃক্ততার ধারণাকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছে। এ লক্ষ্যে সাজেদা ফাউন্ডেশন প্রতিটি কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৩টি বিশেষ স্তরে সমান্তরাল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ৩টি স্তরের প্রথম ধাপটি ছিল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট বা কার্যকর জন সমাজ তৈরির ধাপ। এ লক্ষ্যে সাজেদা ফাউন্ডেশন তাদের আদর্শের সাথে সংগতি রেখে নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মী ও এলাকা ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী পুল বা দল তৈরি করে এবং মহামারি ও করণীয় বিষয়ে তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে। দ্বিতীয় ধাপে তারা প্রিপেয়ার্ডনেস বা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রটোকল/ সুরক্ষা নীতি প্রণয়ন করে এবং পাশাপাশি পরিষেবার লক্ষ্যে হাসপাতাল প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের সাথে পরিষেবা প্রদান চুক্তি ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করে। এসবের প্রত্যেকটি কাজেই ‘জনগণের জন্য’ জন সম্পৃক্ততার আদর্শকে সাজেদা ফাউন্ডেশন সামনে নিয়ে আসে। তৃতীয় ধাপে সাজেদা ফাউন্ডেশন দ্রুততার সাথে হাসপাতাল পরিচালনা শুরু করে । ৭৫ জন কোভিড রোগিকে আইসিইউ সেবাসহ ৫০২ জন কোভিড রোগির চিকিৎসা, ৫৮৯ টি হ্যান্ড ওয়াসিং ডিভাইস স্থাপন, কোভিড মহামারি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ জনকে টেলিফোনে পরামর্শ ও লিফলেট বিতরণ, সামাজিক দূরত্ব রেখে কমিউনিটি মিটিং, ৩,৩২,০০০ অতি দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য, স্বাস্থ্য সামগ্রী ও নগদ সহায়তা প্রদান, ১৭৮১ জন কৃষকের উৎপাদিত পণ্য নিরাপদে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো, প্রায় ১০,০০০ জনকে হটলাইনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও মনো-সামাজিক সহায়তা প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবয়ন করে। একইভাবে দাতা সংস্থা, দুর্যোগে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক সব মানুষের সাথে সাজেদা ফাউন্ডেশন সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। উল্লেখ্য, চলমান কোভিড-১৯ মহামারিতে সাজেদা ফাউন্ডেশন প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা প্রদান করে। কার্যকর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এসব জরুরী কাজ বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে করোনা অতিমারি মোকাবেলায় মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণ এবং তাদের আয়ের পথ সৃষ্টি করাই মূল চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

যোগাযোগ:

ড. মোশতাক চৌধুরী, কনভেনর, বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ

ডা. মোরশেদা চৌধুরী, এসোসিয়েট ডিরেক্টর, ব্র্যাক বাংলাদেশ

মো. ফজলুল হক, সিনিয়র ডিরেক্টর, সাজেদা ফাউন্ডেশন